JAN. 24 2001

এককালের রিডিং ক্লাব

আজকের শেরপুর গণগ্রন্থাগার দৈন্য-দশাগ্রস্ত

শেরপুর সংবাদদাতা ॥ ...
পরিবর্তনের পরও এককালের রিডিং ক্লাব আজকের শেরপুর সরকারী গণগ্রন্থাগারটির কোন উন্নয়ন হয় নাই। পাঠাগারটিতে বর্তমানে পাঠের কোন পরিবেশ নাই। ১৯২৬ সালে প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, প্রভাকর ভট্টাচার্য্য ও গোপাল ভট্টাচার্য নামে তিন তরুণ গণমানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। মুন্সীবাজার মহল্লার ১টি টিনশেড হইতে পাঠাগারটির যাত্রা শুরু। ১টি কেরোসিন কাঠের আলমারী, গুটিকয়েক চেয়ার ১টি টেবিল ও ১০১টি বই ইহার প্রাথমিক পুঁজি ছিল। তরুণত্রয় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বহু দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন পঁথি ও বই সংগ্রহ করিয়া লাইব্রেরীটিকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছিলেন। সেই সময়ের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত হেমাঙ্গ লাইব্রেরী, হিরন্ময়ী লাইব্রেরী ও জয় কিশোর লাইব্রেরীর তুলনায় তরুণদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীটি কোন অংশে কম ছিল না। জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীগুলির দ্বার সর্বসাধারণের জন্য খোলা না থাকায় রিডিং ক্লাব সাধারণ পাঠকদের নিকট খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বৎসর পাঠাগারটির জন্য ছিল স্বর্ণযুগ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর পাঠাগারটি বন্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে পাঠাগারের বহু অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বই উঁই পোকা কাটিয়া ধ্বংস করে এবং খোয়া যায়।

পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে খন্দকার মজিবর রহমান ও মরহুম সফিউদ্দিন আহমেদের আন্তিক প্রচেষ্টায় লাইব্রেরীটি পুনরায় খোলা হয়। এই সময় প্রয়াত রোহিনী কিশোর দত্ত ও রফিকুল ইসলাম মজনুসহ কতিপয় যুবক লাইব্রেরীর অস্তিত্ব রক্ষায় আগাইয়া আসে। ষাটের দশকে লাইব্রেরীটি পৌর কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করে এবং ইহার নূতন নামকরণ করা হয় পৌর পাঠাগার। ১৯৭৭ সালে ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া শেরপুর সাধারণ পাঠাগার হয়। ১৯৮৫ সালে লাইব্রেরীর ...
প্রয়োজনীয় ভূমি প্রদান করিয়া উহা ...
বাহাদুর ফজলুর রহমান গণগ্রন্থাগার নামক...
করা হয়। ঐ নামও পরিবর্তিত হইয়া বর্তম...
শেরপুর সরকারী গণগ্রন্থাগার করা হইয়া...
কিন্তু বার বার নাম পরিবর্তন সত্ত্বেও সা...
অর্থে লাইব্রেরীটির কোন উন্নয়ন হয় না...
মাত্র ২ কক্ষবিশিষ্ট লাইব্রেরীটিতে প্র...
স্থানাভাব। পাঠকদের জন্য কোন আল...
রিডিং রুম, অফিসকক্ষ, শৌচাগারের কে...
সুবিধা নাই। প্রয়োজনীয়সংখ্যক বুক সেল...
টেবিল-চেয়ারসহ অন্য আসবাবপত্রেরও প্রা...
অভাব। বই ছাড়াও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণে...
কোন সুব্যবস্থা নাই। জানালা দরজার অবস্থা...
অত্যন্ত কাহিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানা...
পাঠাগারটিতে বর্তমানে ১৪ হাজার ব...
রহিয়াছে। স্থানাভাবই ইহার মূল সমস্যা...
লাইব্রেরীটির ভবন সম্প্রসারণের জন্য উর্ধ্বত...
কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বে...
কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। ইহাছাড়া...
জনবলের অভাব রহিয়াছে। অন্যদিকে...
কয়েকজন পাঠক জানান, লাইব্রেরীটি অন্যান...
সরকারী অফিসের ন্যায় ১০টা হইতে ৫ট...
পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। ফলে বহু কর্মজীবী...
পাঠক লাইব্রেরী ব্যবহার করিতে পারে না...